দৈনিক
যুগান্তর

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যথেষ্ট : ছাত্রলীগ একাই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আশংকা, সভাপতি রিপনসহ অধিকাংশ নেতাকর্মীর অতিমাত্রায় অর্থের প্রতি নেশা, এসব কমিটির নেতাদের অধিকাংশেরই কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ না থাকা বা ছাত্রত্ব না থাকা এবং নবাগত নেতাকর্মী বা অনুপ্রবেশকারীদের লাগামহীন নেতিবাচক কর্মকাণ্ড। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও এলজিআরডি মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম গত মাসে বলেছেন, ছাত্রলীগে শিবির ঢুকে পড়েছে। সংশ্লিষ্টদের ধারণা, অনুপ্রবেশকারী গোষ্ঠীর কারণেও ছাত্রলীগে বিশৃংখলা লেগে থাকতে পারে। আরেকটি গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে, তারা ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেন্দ্রীয় ও মহানগরকেন্দ্রিক টেন্ডারবাজ-চাঁদাবাজ এবং শিবিরপন্থী নেতাদের তালিকা চূড়ান্ত করেছেন। এছাড়া তারা ছাত্রলীগের এ অবক্ষয়মূলক কর্মকাণ্ডের কারণে সরকার ও আওয়ামী লীগের মদদদাতাদের ব্যাপারেও অনুসন্ধান করেছেন। সূত্রটি জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি ছাত্র হলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের সমন্বয়ে টেন্ডারবাজ-চাঁদাবাজ একটি সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। ৩০ মার্চ শাহবাগে পিডব্লিউডি'র একটি টেন্ডার দখলে মহানগর যুবলীগের সঙ্গে সমঝোতাকে কেন্দ্র করে গ্রুপটি ভেঙে যায়। শুধু তাই নয়, ওইদিন উভয় গ্রুপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘর্ষ এবং অস্ত্রের মহড়া পর্যন্ত হয়। চারটি হলের নেতৃত্বে আছে ৫ জন শিবিরপন্থী নেতা। ওই ৫ জনের মধ্যে ৪ জনই ছাত্রলীগের শীর্ষ এক নেতার মদদপুষ্ট। রিপোর্ট মতে, ছাত্রলীগের সাবেক এক সভাপতি, দফতর সম্পাদক (বর্তমানে আওয়ামী লীগ নেতা) এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গাইবান্ধাকেন্দ্রিক জনৈক সরকারি কর্মকর্তার মদদপুষ্ট ছাত্রলীগের ওই শীর্ষ নেতা। যে কারণে ছাত্রলীগে শিবির পুনর্বাসন কিংবা ধারাবাহিক অন্যায়-অপকর্ম চললেও প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত তথ্য পৌঁছাচ্ছে না বলে সূত্রের দাবি। সূত্রটি আরও জানায়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং ছাত্রলীগের সাবেক নেতাদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সিন্ডিকেটের এ দৌরাত্ম্যের মূল কারণ হচ্ছে তাদের (সিন্ডিকেটের) টেন্ডার-কমিশন বাণিজ্য। বিভিন্ন স্থানে টেন্ডার নেগোসিয়েশনে ছাত্রলীগকে ব্যবহারের লক্ষ্যেই মূলত সংগঠনের হাইকমান্ডে তথ্য সঠিকভাবে পৌঁছাচ্ছে না। যে কারণে ২ বছরের মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি এখনও বহাল রয়েছে।

মূলত আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই ছাত্রলীগের সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা বেপরোয়া হয়ে পড়েন। এপ্রিল মাসে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায়, ঢাকা, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশে টেন্ডারবাজি, ছাত্রী নির্যাতন ও ইভটিজিংসহ অন্তত শতাধিক ঘটনা ঘটিয়েছে ছাত্রলীগ- সংশ্লিষ্টরা জানান, প্রকৃত ঘটনার সংখ্যা আরও বেশি। গত মাসে ছাত্রলীগের ন্যাক্কারজনক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে :

বৈশাখবরণকে সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্ধশত ছাত্রীর বস্ত্রহরণ ও নির্যাতনের ঘটনা। ২৬ এপ্রিল ঢাকার তেজগাঁও পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের চারতলায় আটকে রেখে এক ছাত্রীকে দু'নেতা নিপীড়ন করেছেন। যে কারণে ওই ছাত্রী বিবস্ত্র অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকেন। জ্ঞান ফেরার পর ওই ছাত্রী কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করেন। ওই ঘটনায় ২৭ এপ্রিল অমিত ও মোবারক নামের দু'জনকে ছাত্রলীগ থেকে আজীবন বহিষ্কার করা হয়েছে। ২৮ মার্চ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি দখল করে নেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি কামরুল হাসান রিপন। পরে তিনি নিজের পছন্দের ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে দেন। শুধু তাই নয়, এই রিপন বিগত দু'বছর ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতাদের আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে এখনও বহাল তবিয়তে রয়েছেন। তারই নেতৃত্বে ৩ মে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফি কমানোর আন্দোলন শুরু করতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর হামলা করা হয়। গত কয়েকদিন যাবৎ রাজধানীতে বিভিন্ন স্থানে বিএনপির সমাবেশে যে হামলার ঘটনা ঘটে তার নেতৃত্বে রয়েছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

২৩ এপ্রিল ধানমন্ডিতে থানা চত্বর থেকে টাকাসহ যুবক অপহরণ, আসামি ছিনতাই, একই দিন মানিকগঞ্জে ব্যবসায়ীকে জিম্মি করে টাকা আদায়, কনসার্টের টিকিট না পেয়ে চট্টগ্রামে বেসরকারি মোবাইল অপারেটর আয়োজিত কনসার্ট পণ্ড করে দেয়ার ঘটনা ঘটিয়েছে ছাত্রলীগ। কুয়েটে ও ঢাকা মেডিকেলে দু'গ্রুপে সংঘর্ষ এবং তেল-গ্যাস রক্ষা কমিটির পদযাত্রায় হামলা করে ছাত্রলীগ ২২ এপ্রিল। তার আগের দিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার অবরোধের নামে ট্রেন চালককে অপহরণ, জামালপুরে গ্রেফতারের এক ঘণ্টার মধ্যে হত্যা মামলার সন্দেহভাজন আসামিকে ছাড়িয়ে নেয়া, পটুয়াখালী শহরে স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাকে ৬/৭ জনে মিলে গণধর্ষণকালে একজনের হাতেনাতে আটক হওয়ার ঘটনা ঘটে। একই দিন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'গ্রুপের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধসহ ২০ জন আহত হয়। উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে চার মাস পর খুলেও চট্টগ্রামের ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে দিচ্ছে না ছাত্রলীগের ক্যাডাররা। মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি টেন্ডার ছাত্রলীগ না পাওয়ার কারণে গত ডিসেম্বরে আন্দোলনে নামে। তখন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে হয়েছে। ১৯ এপ্রিল বরিশালের স্বরূপকাঠির একটি থানায় হামলা করে ছাত্রলীগ। ওই ঘটনায় ৯ পুলিশসহ ৩০ জন আহত হয়। সিলেট বিমানবন্দরের পার্কিং এলাকা দখল নিয়ে দু'গ্রুপে সংঘর্ষ হয় একই দিন। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডায়নিং রুম দখল করে জুয়া ও গাঁজার আসর বসিয়েছে এ দলের কিছু ক্যাডার। এভাবে টঙ্গীতে কলেজ অধ্যক্ষকে মারধর, ফরম পূরণে সুবিধা না পেয়ে রংপুর কারমাইকেলে ভাঙচুর ও অধ্যক্ষকে ঘেরাও, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জসীমউদ্দীন হলের সভাপতি জীবনের কনসার্ট বাণিজ্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে অবরোধ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ রাসেলের নামে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আহ্বান করে স্পন্সর বাণিজ্য, গাজীপুর, দিনাজপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে টেন্ডারবাজি ও চাপাতি হামলাসহ নানা ঘটনা গত মাসেই ঘটেছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই সাংবাদিক সালমান ও রেজাকে ছাত্রলীগের ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি রিপন গ্রুপের ক্যাডাররা কারওয়ান বাজারে হামলা করে। আর কেন্দ্রীয় সভাপতি রিপনের ক্যাডাররা সংবাদ প্রকাশের দায়ে শাহবাগে আরও দুই সাংবাদিককে পিটিয়েছে ৪ এপ্রিল। ৩ এপ্রিল ছাত্রী লাঞ্ছনাকারী কাওসারকে ধরে ১০ মিনিটের মধ্যেই মুক্তি দিতে হয়েছে পুলিশকে। সর্বশেষ মঙ্গলবার শেষরাত থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসিন হল ও বরিশাল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে দু'গ্রুপে ব্যাপক সংঘর্ষ। ঢাবির ঘটনায় ১৬ জন এবং বরিশালের ঘটনায় ১৫ জন আহত হয়েছে। এর আগের দিন ছাত্রলীগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাবনায় সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। ছাত্রলীগের এসব কর্মকাণ্ডের কারণে এ মাসেই সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। ৩ এপ্রিল সিলেটে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ছাত্রলীগের কারণে সব অর্জন বিসর্জন দেয়া যাবে না। ১০ এপ্রিল এলজিআরডি মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলামও একইভাবে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ৫ বরেণ্য শিক্ষাবিদ জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম ও অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ২১ এপ্রিল যৌথ বিবৃতিতে ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের পরামর্শ পর্যন্ত দিয়েছেন। তারা ছাত্র ও তরুণ সমাজকে অপরাজনীতি থেকে দূরে রাখা এবং শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশের জন্য ছাত্রলীগের সঙ্গে আওয়ামী লীগের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ ছিন্ন করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আহ্বান জানান। একই সঙ্গে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় প্রশাসনকে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-অছাত্র সবার অপরাধমূলক ও নিয়মবহির্ভূত কার্যকলাপ কঠোরভাবে দমনের নির্দেশ দেয়ার জন্যও প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান। কিছুদিন আগে ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি তোফায়েল আহমেদ, নূরে আলম সিদ্দিকীসহ স্বর্ণযুগের নেতারা এক বৈঠক থেকে বলেছেন, তারা যে ছাত্রলীগ করেছেন ও গড়েছেন, বর্তমান ছাত্রলীগ তার উত্তরসূরি নয়। তারা এই ছাত্রলীগকে সুপথে ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। ৯ এপ্রিল জাতীয় পার্টির নেতা কাজী ফিরোজ রশীদ মহাজোটের অংশ হলেও ছাত্রলীগ-যুবলীগের দায়ভার না নেয়ার ঘোষণা দেন রমনা থানার দলীয় এক অনুষ্ঠান থেকে।

দায়িত্বপ্রাপ্তরাও ব্যর্থ : ছাত্রলীগের ধারাবাহিক নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের কারণে পরামর্শ দেয়ার জন্য আওয়ামী লীগের তিন সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবীর নানক, বিএম মোজাম্মেল ও আহমদ হোসেনের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়। সূত্রে জানা গেছে, এই কমিটি একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ও বেশকিছু সুপারিশসহ দলের হাইকমান্ডে রিপোর্ট করেছে। কিন্তু তারা কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে কোন সভা না করায় নেতাকর্মীদের মাঝে ক্ষোভ ও অসন্তোষ রয়েছে। নাম প্রকাশ না করে একজন কেন্দ্রীয় নেতা বলেন, তিন বছর যাবৎ পার্টি অফিস করছেন না কেন্দ্রীয় দুই নেতা। এছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটির সভাও ডাকছেন না। ওই নেতা বলেন, তারা সভাপতিকে বারবার এ ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন। ফের কেন্দ্রীয় সভা ডাকার জন্য পরামর্শ দেবেন। এরপরও সভা না ডাকলে তারা সভাপতিকে উকিল নোটিশ দেবেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ হোসেন বলেন, যারা ছাত্রলীগের ব্যানারে অপকর্ম করছে, তারা অনুপ্রবেশকারী। ওদের তালিকা তৈরি হচ্ছে। কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না। সবাইকে গ্রেফতার করা হবে। এসময় তিনি শীর্ষ কেউ এ অপকর্মে জড়িত থাকলেও গ্রেফতারের ইঙ্গিত দেন।

সাবেক সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট বলরাম পোদ্দার বলেন, আসলে যারা অপকর্ম করছে তারা ছাত্রলীগের নেতাকর্মী নন। কেননা, যে বা যারা শেখ হাসিনার নেতৃত্ব মানেন এবং বঙ্গবন্ধুকে নিজের আদর্শের জনক মনে করেন, তার পক্ষে এ অপকর্ম করা সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, এটা ঠিক, ছাত্রলীগে বিশৃংখলা বিরাজ করছে। এর কারণ তিনটি— অধিকমাত্রায় অনুপ্রবেশকারী এবং তাদের চিহ্নিত ও নিয়ন্ত্রণ না করা, মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি এবং তাতে অছাত্রদের বহাল থাকা। তিনি ছাত্রলীগে শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত কাউন্সিলের মাধ্যমে নিয়মিত ছাত্রদের নেতৃত্ব দেয়ার পরামর্শ দেন।

আর বর্তমান সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন বলেন, সারাদেশে দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে। তা থামানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে। তবে কোন অনুপ্রবেশকারী দলে আছে কিনা তা তিনি বলেননি।